তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৭

**বাংলাদেশে জ্বালানি, ট্রান্সপোর্ট ও এগ্রো প্রসেসিং খাতে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত**

রংপুর, ২৬ **ভাদ্র** (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশে বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে ভারতের ব্যবসায়ীগণ বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের ব্যবসায়ীদের সকল কথা শোনেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা বাংলাদেশে জ্বালানি, ট্রান্সপোর্ট ও এগ্রো প্রসেসিং কার্যক্রমে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। এছাড়া, আদানী গ্রুপ সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।

আজ রংপুরে দু’দিনের সফরে এসে নগরীর সেন্ট্রাল রোডস্থ নিজস্ব বাসভবনে ভারত সফর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের এগিয়ে যাওয়ার সাথে বাংলাদেশকে পাশে চেয়েছেন। তিস্তা নদীর পানি চুক্তি নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। আশা করা যায় তিস্তার পানি চুক্তি হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

মন্ত্রী দেশের ভোজ্যতেলের দাম প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিশ্ব বাজারে সয়াবিন তেলের দাম কমেছে, কিন্তু দেশে ডলারের দাম বেড়ে যাবার কারণে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ডলারের দামের সাথে বিশ্ববাজারে তেলের দাম সমন্বয় করা হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে আরো এক ধাপ সয়াবিন তেলের দাম কমবে বলে আশা করছি।

মন্ত্রী আরো বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়াসহ অন্য দেশ থেকে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমে আসবে। এছাড়া টিসিবি’র মাধ্যমে এক কোটি অস্বচ্ছল পরিবারকে সাশ্রয়ী দামে খাদ্যসামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে দেশের ৫ কোটি মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছে। খোলা বাজারে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি হচ্ছে। দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য সরকার সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ সময় রংপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান সিদ্দিকী রনি, মাহিগঞ্জ দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ টিটুসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বাণিজ্যমন্ত্রী রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় যোগদান করে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

#

বকসী/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৬

**সার আমদানিনির্ভরতা কমাতে ঘোড়াশাল-পলাশ**

**ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ---শিল্পমন্ত্রী**

পলাশ (নরসিংদী), ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, সার আমদানিনির্ভরতা কমাতে ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দেশের অভ্যন্তরীণ ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটাতে এবং সুলভমূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিত করতেও এটি ভূমিকা রাখবে।

আজ নরসিংদীর পলাশে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এর আগে মন্ত্রী প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ারুল আশরাফ খান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা, বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, প্রকল্প পরিচালক রাজিউর রহমান মল্লিক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে দেশের মানুষ সার, বিদ্যুৎ, খাদ্যের দাবিতে রাস্তায় নামলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আর এখন শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষিতে সার, সেচসহ চাষের উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ায় দেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৈশ্বিক মহামারি করোনার মধ্যে দেশের মানুষের খাদ্যের কোনো অভাব হয়নি। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা, অর্থ ও  খাদ্য সহায়তার  ফলে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। জনগণের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মুনাফাখোর ও কালোবাজারীরা যাতে সার কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে মাঠ প্রশাসনকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্ষিক ৯ দশমিক ২৪ লাখ মেট্রিক টন সার উৎপাদনের লক্ষ্যে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালের পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৫

**সরকার ও মিল মালিকেরা পরিপূরক, প্রতিপক্ষ নয়**

 **----খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

সরকার ও মিল মালিকেরা পরিপূরক, প্রতিপক্ষ নয় বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে বাংলাদেশ অটো মেজর এন্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, মিল মালিকেরা কখন, কোথায় এবং কতটুকু চাল বিক্রি করেন তারা (মিল মালিক) ছাড়া কেউ জানে না। খুচরা বিক্রেতারা চালের দাম বাড়িয়ে দিয়ে সোজা আঙ্গুল তোলে মিল মালিকদের দিকে। তখন মিল মালিকরা চুপ করে থাকেন, কোনো প্রতিবাদ করেন না। এর ফলে সবার মধ্যে ধারণা কাজ করে যে, মিল মালিকরা দাম বাড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ওয়েবসাইটে মিলগেটে বিক্রিত চালের দাম দেওয়া থাকলে খুচরা বিক্রেতা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে চালের দাম বেশি নিতে পারবে না। এসময় তেলের দাম বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে কেজিপ্রতি ৫/৬ টাকা চালের দাম বৃদ্ধির সমালোচনা করেন।

চুক্তি করেও যারা সরকারি গুদামে চাল সরবারহ করতে পারেনি তারা যদি যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে বিবেচনা করা হবে। তবে চাল প্রকিউরমেন্টে সরকারকে সহায়তাকারী আর অসহায়তাকারী মিল মালিককে সমানভাবে পরিমাপ করা হবে না বলে উল্লেখ করেন খাদ্যমন্ত্রী।

সরকারি ধান চাল সংগ্রহে কম মূল্য দেওয়া হয় এমন এক বক্তব্যের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ১১ টি মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দাম নির্ধারণ হয় এবং সেটা যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে করা হয়। বোরো সংগ্রহে ধান চালের দাম সঠিক ছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সে কারণে কৃষক নায্যমূল্য পেয়েছে এবং প্রকিউরমেন্টও শতভাগের বেশি হয়েছে। আমন সংগ্রহের মৌসুমে ডিজেল, সার ও বিদ্যুতের দাম বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, আমাদের দেশের বাজারে মিনিকেট নামে চাল নেই। অনেকে বলেন, মিলাররা চাল কেটে সরু করেন। এটা সত্য নয়। চাল সরু করতে গেলে ভেঙ্গে যায়। তবে বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে পোলিশ করে চকচকে করা হয়। এসময় তিনি ধান চালের দাম নির্ধারণে মিলারদের প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ জানান।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব
মোঃ ইসমাইল হোসেন ও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন।

#

কামাল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৪

**ভূমি সেবা সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্তকরণের উদ্যোগ**

ঢাকা, ২৬ **ভাদ্র** (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

ডিজিটাল ভূমি সেবাকে স্মার্ট ভূমিসেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নির্দেশে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল ও স্মার্ট ভূমি সেবা স্থাপন কার্যক্রমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে ই-নামজারি সিস্টেম স্মার্ট করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রশ্নভিত্তিক গাইডেড স্মার্ট ই-নামজারি ফরম ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়া, অনলাইনে নামজারি আবেদনের সময় সরকারের সার্ভারে রক্ষিত প্রযোজ্য ডেটা (উপাত্ত) ও ফাইল আপলোড হয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আবেদনকারী ই-নামজারি ফরম আরো দ্রুত সময়ে সহজে পূরণ করতে পারবেন। আপডেটকৃত সিস্টেমে প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির জন্য আলাদা আলাদা নামজারি ফরম থাকছে। এছাড়া, ক্রয়/হেবা সূত্রে হস্তান্তরকৃত জমি নামজারি আবেদন নির্ভুলভাবে পূরণের সুবিধার্থে ফরম আপডেট করা হয়েছে। এই স্মার্ট ব্যবস্থা এই মাসের মধ্যেই পুরোপুরি চালু করা হবে।

ভূমি প্রশাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং ভূমি সেবা অধিকতর গণমুখী করার জন্য ভূমি সেবা সম্পর্কিত প্রযোজ্য সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি বিষয়ক প্রযোজ্য সরকারি তথ্য ও ডেটা সকলের কাছে উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং তৈরি হবে মান সৃষ্টির সুযোগ। এই ক্ষেত্রেও ই-নামজারিকেই প্রথমে বাছাই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আরো ডেটা উন্মুক্ত করা হবে। তবে জাতীয় এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয় এমন তথ্য কিংবা ডেটা কখনো উন্মুক্ত করা হবে না।

প্রসঙ্গত, জাতীয় ভূমি সেবা কাঠামো [www.land.gov.bd](http://www.land.gov.bd/) গিয়ে ই-নামজারি ট্যাবে ক্লিক করলেই বিগত ৯০ দিনের জাতীয়, বিভাগ ও জেলাওয়ারী ই-নামজারি আবেদনের সংখ্যা, মঞ্জুরের হার ও গড় নিষ্পত্তি দেখা যাবে। এছাড়া নিজ আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা দেখার সুযোগ রয়েছে। ইতোপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ই-নামজারি ব্যবস্থার জন্য মর্যাদাপূর্ণ ‘ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড - ২০২০’ অর্জন করেছে।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৩

**প্রতিদিন এক জনের ৮০০ ডলার মূল্যের অক্সিজেন লাগে**

 **--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ **ভাদ্র** (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, একজন মানুষ প্রতিদিন ৫৫০ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে। হিসাব অনুযায়ী এক জনের ৮০০ ডলার মূল্যের অক্সিজেন লাগে প্রতিদিন। সে কারণেই প্রত্যেকের পরিবেশ সুন্দর রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

আজ রাজধানীর নটরডেম কলেজে ‘নটরডেম ন্যাচার স্টাডি ক্লাব’ আয়োজিত ‘প্রতিদিন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ভালোবাসুন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশটাকে সুন্দর রাখা দূষণমুক্ত করে তোলা, নটরডেম ন্যাচার স্টাডি ক্লাব এই বার্তাটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি, বন, পরিবেশ এই নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা বাতাসের মধ্যে থাকি কিন্তু বাতাস যতক্ষণ বন্ধ না হয় ততক্ষণ আমরা টের পাই না। এত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হয়েছে যে সারা বিশ্বকে বহুবার ধ্বংস করে দেওয়ার মতো সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক অক্সিজেন তৈরি করতে পারিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা ভাবতে পারি প্রতিদিন যে অক্সিজেন আমরা বিনা পয়সায় পেয়ে যাচ্ছি, তা কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দিচ্ছে। একইসঙ্গে গাছের কথা বলি—গাছ শুধু অক্সিজেন দিচ্ছে তাই নয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিচ্ছে। তাহলে এর চেয়ে পরমবন্ধু আর কে হতে পারে? বলা হয়ে থাকে খাবার না থেয়ে ২১ দিন থাকা যায়, পানি না খেয়ে দিন তিনেক থাকা যায়, কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া মিনিট তিনেক। আমরা কতজন তা মনে করে গাছ লাগাই? আমরা প্রতিদিন ৮০০ ডলার মূল্যের অক্সিজেন গ্রহণ করছি। সে কারণেই গাছের যত্ন নিতে হবে একইসঙ্গে পানির যে আধার পুকুর, নদী, খালসহ যেসব জলাধার আছে সেগুলোরও যত্ন নিতে হবে। আমরা খুবই বেখেয়ালিভাবে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলি, সেগুলো আবার আমাদেরই তৈরি। সঠিক বর্জব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না। প্রত্যেকে যদি নিজের ময়লাটা সঠিক জায়গায় ফেলি তাহলে পৃথিবীতে একটি বিশাল কাজ হয়ে যায়। আমাদের কারো দরকার নেই অন্য আরো ১০ জনের ময়লা ফেলা, নিজে যেটুকু তৈরি করছি সেটুকুই সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করি, তাহলেই হয়ে যায়। একইভাবে গাছের ক্ষেত্রেও আমরা যতটুকু অক্সিজেন গ্রহণ করি ততটুকুর জন্য চেষ্টা করি।

প্রসঙ্গত, ‘প্রতিদিন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ভালোবাসুন’ এই স্লোগান নিয়ে ‘নটরডেম ন্যাচার স্টাডি ক্লাব সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

#

খায়ের/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮২

**বাংলাদেশে ইকো-ট্যুরিজমের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে**

 **--জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

মেহেরমপুর, ২৬ **ভাদ্র** (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি দেশ। তাই এদেশে ইকো-ট্যুরিজমের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ মেহেরপুরে জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্বের অনেক দেশেই বিরল। তাই এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রতিমন্ত্রী এসময় পর্যটনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণকালে স্বল্পমূল্যে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ আলি কদর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৭৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৩২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৫৮ হাজার ৫৫৪ জন।

#

কবীর/পাশা/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮০

**খেলাপি ঋণ বাড়ার লাগাম টানতে হবে**

 **- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা,২৬ **ভাদ্র** (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিগত সাড়ে ১৩ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঈর্ষণীয় উন্নয়ন ঘটেছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে চায়। কারণ ঋণ খেলাপি মামলাজট দেশের অর্থনীতির ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে আমাদের অবশ্যই ঋণ খেলাপি মামলাজট খুলতে হবে এবং এই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে খেলাপি ঋণ বাড়ার লাগাম টানতে হবে। ঋণ খেলাপি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ সংশোধন করে আদালতের বাইরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেছে।

আজ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারকদের ১৪৭তম রিফ্রেসার কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামাজিক অপরাধ, রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা ও নাগরিক জীবনের নিরাপত্তাসহ মৌলিক অধিকারগুলো নিবিড়ভাবে জড়িত। তাছাড়া ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন ব্যতিত রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায় না।

মামলাজটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে আনিসুল হক বলেন, দেশের আদালতগুলোতে দায়েরকৃত সিভিল মামলার অর্ধেকেরও বেশি ভূমি সম্পর্কিত। অনেক ফৌজদারি মামলার মূলেও রয়েছে ভূমি বিরোধ। এসব মামলার বিচার পাওয়ার জন্য প্রতিদিন লাখ লাখ বিচারপ্রার্থীকে আদালতে আসতে হয়। এতে তাদের সময়, অর্থ ও কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন বিচারকগণ এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিবেন এবং জনগণকে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করে তাঁদের বিচার পাওয়ার দুর্ভোগ লাঘব করবেন।

প্রশিক্ষণার্থী বিচারকদের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এমন এক স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও গতিশীল বিচার বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন - যেখানে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অসহায় মানুষ স্বল্প খরচে দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন- বিচারক হিসেবে আপনাদের ওপরই নির্ভর করে। এই নির্ভরতা আপনাদেরকে যেমন দায়িত্বশীল করেছে, তেমনি মর্যাদাবান করেছে। আপনাদের দায়িত্ব পালনে আমরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি মাত্র। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনাদের দাপ্তরিক সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানসহ পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোটাও অপরিহার্য। আর পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। সেকারণে আমরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে যাচ্ছি।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন মন্ত্রণালয় এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

#

রেজাউল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৯

**টঙ্গী নদীবন্দর হতে ঢাকা বৃত্তাকার নৌপথে স্পিডবোট সার্ভিস চালু**

টঙ্গী (গাজীপুর), ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

পাঁচটি দ্রুতগামী স্পিডবোট দিয়ে আজ টঙ্গী নদীবন্দর হতে ঢাকা বৃত্তাকার নৌপথে স্পিডবোট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে টঙ্গী/আব্দুল্লাহপুর-কড্ডা এবং টঙ্গী/আব্দুল্লাহপুর (গাজীপুর)-উলুখুল (কালীগঞ্জ) এ দু’টি রুটে স্পিডবোট চলাচল করবে। টঙ্গী/আব্দুল্লাহপুর-কড্ডা ভাড়া ১৫০ টাকা; সময় লাগবে ২৫ মিনিট এবং টঙ্গী/আব্দুল্লাহপুর (গাজীপুর)-উলুখুল (কালীগঞ্জ) ভাড়া ১২০ টাকা; সময় লাগবে ১৯ মিনিট। পর্যায়ক্রমে যাত্রী চাহিদার আলোকে কড্ডা-গাবতলী এবং গাবতলী-সদরঘাট এ দু’টি নৌরুটে স্পিডবোট চালু করা হবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল আজ টঙ্গী নদীবন্দরে টঙ্গী নদীবন্দর হতে ঢাকা বৃত্তাকার নৌপথে স্পিডবোট সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রীদ্বয় টঙ্গী নদীবন্দরে বিআইডব্লিউটিএ’র ইকোপার্ক উদ্বোধন করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, বিআডিব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপুলিশ প্রধান মো: শফিকুল ইসলাম, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোল্লা নজরুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালু করে সড়কপথে যানবাহনের চাপ কমানো এবং নৌপথে সাশ্রয়ীমূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কয়েকটি ধাপে ঢাকার চারটি নদীর ১১০ কিলোমিটারে নৌপথে নৌযান পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়া হয়। তাছাড়া যাত্রী চাহিদার আলোকে ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথে নতুন নৌপথ সৃষ্টি করে দ্রুতগামী স্পিডবোট চালুর আরো পদক্ষেপ নেয়া হবে। ঢাকার বৃত্তাকার নৌপথে স্পিডবোট চালু হলে এ এলাকার জনগণ যানজটমুক্ত ও সাশ্রয়ীমূল্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে এবং সড়ক পথে যানবাহনের চাপ কমাতে সহায়তা করবে।

অন্যদিকে আজ ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত টঙ্গী ইকোপার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে। ইকোপার্কটি নির্মাণের ফলে এ এলাকার সর্বস্তরের জনগণের কাঙ্ক্ষিত বিনোদনসহ দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে অবসর সময় কাটাতে সহায়তা করবে। ইকোপার্কে ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ প্রায় দশ হাজার গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। যা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। এখানে পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি ওয়াচ টাওয়ার, ছয়টি চাইল্ড রাইড ও একটি ঝরনা রয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৮

**শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখেই কাজ করেন**

 **- এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২৬ ভাদ্র (১০ **সেপ্টেম্বর) :**

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখেই কাজ করেন। তাঁর ভারত সফরের সব চুক্তি দেশের জনগণ ও জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখেই করা হয়েছে। দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন চুক্তি তিনি করবেন না। গঙ্গা চুক্তি ও কুশিয়ারা চুক্তি তিনিই করেছেন। আর তিস্তা চুক্তিও জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া কেউ করতে পারবেন না।

আজ শরীয়তপুরের জাজিরার পালেরচর ইউনিয়নে বন্যা ও নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা, ঢেউটিন ও চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির উদ্দেশ্যে শামীম বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে যা বলেছে, তা বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়ার বেলায় প্রযোজ্য। আপনাদের মনে আছে খালেদা জিয়া ভারত সফর থেকে আসার পর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে কি কথা হয়েছে। তখন খালেদা জিয়া বলেছিলেন, ওহ আমি তো ওটা ভুলেই গিয়েছিলাম। যাদের নেত্রী ভারত সফরে গিয়ে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যার কথা বলতে ভুলে যায়, তারাই সবসময় ভারতকে সব দিয়েছে, কিছু আদায় করতে পারেনি।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া ৭টি সমঝোতা চুক্তির মধ্যে অন্যতম কুশিয়ারা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী কুশিয়ারা নদী থেকে রহিমপুর খাল দিয়ে ১৫৩ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জ উপজেলায় শুকনো মৌসুমে চাষাবাদে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন। একইসঙ্গে উপকৃত হবেন কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলার লক্ষাধিক কৃষক। এছাড়াও এ খালের ভাটিতে থাকা হাওরাঞ্চলেও বোরো চাষাবাদ সম্ভব হবে।

জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাজিরা উপজেলা চেয়ারম্যান মোবারক আলী সিকদার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির সদস্য জহির সিকদার। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বন্যা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন উপমন্ত্রী। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি প্রকল্প চলমান থাকলেও নদীভাঙন রোধে যা যা করণীয় তা করার নির্দেশ দেন তিনি।

পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বন্যা ও নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৮০টি পরিবারকে ৩০ কেজি করে চাল ও ২ হাজার করে টাকা এবং ২৫টি পরিবারকে ২ বান্ডিল করে টিন ও ৬ হাজার করে টাকা তুলে দেন উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম।

#

গিয়াস/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১৩১০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৭

**শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১১ সেপ্টেম্বর ‘শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী দিয়েছেন:

“যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ‘শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের যুবসমাজ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যমী তরুণকে এবং বিজয়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছো ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব কল্যাণমূলক বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তিনি ১০টি যুব হোস্টেল ও যুব কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে জাতির পিতা পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুবসমাজের উন্নয়ন, তরুণদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ও দেশের উন্নয়নে যুবসমাজকে সংযুক্ত করে তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০৯ সাল থেকে
ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে আমাদের সরকার যুবকদের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে, বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্হানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আমরা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার যুবককে অস্হায়ী কর্মসংস্হান করেছি। যুব কর্মসংস্হানের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ প্রশিক্ষিত যুবককে ১ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা যুব ঋণ দেওয়া হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে
৭ হাজার ৯১৪ যুব সংগঠনকে ১৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করেছে, যুব উদ্যোক্তা নীতি এবং যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সংগতি রেখে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যুব কমসংস্হান ও নারীর ক্ষমতায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালার আওতায় সারাদেশে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

 বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। এই কৃতিত্বের অংশীদার এদেশের যুবসমাজ। প্রতিদিন তাদের নানা রকম উদ্ভাবন, দেশের জন্য কিছু করার প্রচেষ্টা, এসব কিছু মিলিয়েই বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশের পথে হাঁটছে। ৫ কোটি ৩০ লক্ষ তরুণের দেশ বাংলাদেশ। এই তারুণ্য এবং তাদের এই উদ্যম আর চেতনা আমাদের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শক্তি যুগিয়েছে। আমি চাইবো প্রতিটি তরুণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হোক একটাই, এগিয়ে যেতে হবে দেশের জন্য, মানুষের সেবায় এবং জাতির কল্যাণে। আমরা বিশ্বাস করি, অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের যুবসমাজ ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

 আমি ‘শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৬

**শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১১ সেপ্টেম্বর ‘শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী দিয়েছেন :

“তরুণদের মানবহিতৈষী এবং স্বেছাসেবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল এবং মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এ দেশের যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান ভাষা আন্দোলন হতে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি তেমনি দেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুবসমাজকে অগ্রসৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের জন্য অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও উদ্ভাবনী উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। তাদেরকে কর্মবিমুখতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে দক্ষ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ‘শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড’ প্রদানের উদ্যাগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

দেশ গড়ার হাতিয়ার যুবদের শানিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন যুব সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, আত্মকর্মসংস্হান, উদ্যোক্তা তৈরি ও যুব সংগঠন নিবন্ধন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যুব সম্প্রদায়কে এসকল সুযোগ কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে দেশপ্রেম, কর্মে একাগ্রতা, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সামাজিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অনন্য নজির স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ যারা এ বছর ‘শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড’ এ ভূষিত হতে যাচ্ছে আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাপর যুবরা সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ প্রদান অনু্ষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১০৩৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ